দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 15 JAN 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

গুলীতে সিটি কলেজের ছাত্র নিহত ॥ সংঘর্ষ ও গাড়ী ভাংচুর

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গতকাল (সোমবার) ঢাকা সিটি কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের এক পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক পুলিশ কলেজের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া নির্মমভাবে গুলী বর্ষণ ও লাঠিচার্জ করিলে কলেজের মেধাবী ছাত্র সামসুদ্দীন খান মিঠু শ্রেণী কক্ষেই নিহত হয়। পুলিশের নির্বিচার প্রহারে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী আহত

(১১শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

15

সিটি কলেজ

(১ম পৃঃ পর)

হয়। পুলিশ কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষসহ বিভিন্ন কক্ষের আসবাব তছনছ করে। ঘটনার পর সরকার ধানমণ্ডী থানার ভারপ্রাপ্ত কমকর্তা আবদুল মতীনকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিয়াছেন। ঘটনা তদন্তের জন্য কুমিল্লার জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ হামিদুল হককে লইয়া এক সদস্যের তদন্ত কমিশন গঠন করা হইয়াছে। ঢাকা সিটি কলেজ পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে।

নিহত ছাত্র সামসুদ্দিন খান মিঠু প্রথম বর্ষ বাণিজ্যের ছাত্র। মিঠু এসএসসি পরীক্ষায় ৫টি বিষয়ে লেটার মার্কসহ প্রথম বিভাগে পাস করিয়াছিল।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ৭৯ জন ছাত্রকে চিকিৎসার জন্য আনা হয়। তন্মধ্যে ২২ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। ভর্তিকৃতদের মধ্যে ১৪ জন বুলেটবিদ্ধ। সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ১৫ জনকে এবং পঙ্গু হাসপাতালে ১৩ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়।

রবিবারের হাঙ্গামার জের হিসাবে গতকাল সকাল সাড়ে ৭টা হইতে সিটি কলেজের ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করিতেছিল। ছাত্ররা ধানমণ্ডী ২ নম্বর সড়ক, ঢাকা কলেজের সম্মুখ হইতে ধানমণ্ডী ৬ নম্বর সড়ক এবং গ্রীন রোডে ব্যারিকেড দিয়া যানবাহন চলাচল বন্ধ করিয়া দেয়। এ সময়ে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের কয়েকদফা ধাওয়া ও ইট-পাটকেল বিনিময় ঘটনা ঘটে। এক পর্যায়ে ছাত্রদের একটি অংশ মিছিল লইয়া টিএসসি অভিমুখে যায়। ছাত্রদের অপর একটি অংশ সায়েন্স ল্যাবরেটরী পুলিশ বক্সে ভাঙচুর করে, কাগজপত্র ও সাইনবোর্ডে আগুন ধরাইয়া দেয়। তাহারা ওয়্যারলেস সেট ও টেলিফোন তছনছ করে। ছাত্রদের ইট-পাটকেল হইতে পুলিশের সঙ্গে পথচারীরাও রেহাই পায় নাই।

সকাল ১১টা নাগাদ কলেজ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া প্রিন্সিপ্যাল যখন বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের শান্ত হইয়া বাসায় চলিয়া যাওয়ার আহ্বান জানাইতেছিলেন, সে সময় হঠাৎ আট-দশ ট্রাক ভর্তি পুলিশ কলেজের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ে এবং বেপরোয়া গুলীবর্ষণ ও লাঠি চার্জ শুরু করে। পুলিশ কলেজের প্রিন্সিপ্যালকেও লাঞ্ছিত করিলে ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীরা তাঁহাকে পিছনের দেওয়াল টপকাইয়া সরাইয়া নেয়। পুলিশ প্রিন্সিপ্যালের কক্ষের সমস্ত আসবাব ভাঙিয়া তছনছ করে। ক্লাস রুমে ও বাথ রুমে আশ্রয়গ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পুলিশ রবার বুলেট নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ শুরু করিলে কলেজের শিক্ষক কক্ষ, শ্রেণী কক্ষ, বারান্দা, সিঁড়ি, প্রাঙ্গণ ফোঁটা ফোঁটা রক্তে ভরিয়া যায়। ছাত্রীরাও পুলিশের নির্মম প্রহার হইতে রেহাই পায় নাই। একজন শিক্ষক জানান, দুইজন ছাত্রীকে পুলিশ প্রহার করিয়া পরনের কাপড় পর্যন্ত ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল। পরে নিকটবর্তী এক বাসা হইতে কাপড় আনিয়া ছাত্রী দুইজনকে পরান হয়। কলেজের শ্রেণী কক্ষগুলিতে বেশ কিছু রবার বুলেটের খোসা পাওয়া গিয়াছে। দেওয়ালের বিভিন্ন অংশ বুলেটে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায়।

কলেজের ৫ তলার ৫১৪ নম্বর কক্ষ ভেতর হইতে বন্ধ করিয়া কিছু ছাত্রছাত্রী আশ্রয় নিয়াছিল। দরজা ভাঙ্গিতে ব্যর্থ হইয়া পুলিশ রাইফেলের বাট দিয়া দরজায় ছিদ্র করিয়া ফেলে এবং সেখান দিয়া গুলী বর্ষণ করে। ৬২৪ নম্বর কক্ষের পাখার ব্লেড পর্যন্ত পুলিশ দুমড়াইয়া-মোচড়াইয়া ফেলে। প্রিন্সিপ্যালের কক্ষসহ অন্যান্য কক্ষের আসবাব এবং দরজা জানালাও ভাংচুর করা হয়।

পুলিশের পক্ষ হইতে বলা হয়, ছাত্ররা দুইজন পুলিশ কনষ্টেবলকে ধরিয়া কলেজের ভিতর আটক করিলে তাহাদের উদ্ধারের জন্য পুলিশ কলেজে প্রবেশ করে। কিন্তু কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকগণ এই অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছেন।

সিটি কলেজে হাঙ্গামা চলাকালে সংলগ্ন সমগ্র এলাকায় আতংক ছড়াইয়া পড়ে। দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায়। রিক্সা ছাড়া অন্য যানবাহন কম দেখা গিয়াছে।

কলেজে পুলিশের হামলার ঘটনার পরে ছাত্ররা সায়েন্স ল্যাবরেটরীর সম্মুখে একটি বিআরটিসি বাস (ঢাকা-চ-৫০০৪), একটি ট্রাক (ঢাকা ড-৫০৭৮) ও একটি কোস্টারে (ঢাকা মেট্রো চ-৬১৬৭) আগুন ধরাইয়া দেয়। দমকল বাহিনী আগুন নিভায়।

এসময়ে গ্রীনরোড পান্থপথ, সোনারগাঁও ক্রসিং হইয়া কাওরান বাজার পর্যন্ত হাঙ্গামা ছড়াইয়া পড়ে।

বিকালে সায়েন্স ল্যাবরেটরী পুলিশ বক্সে আরেক দফা হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। এ সময়ে ঐ এলাকায় কোন পুলিশ ছিল না। সন্ধ্যায় কিছু অস্ত্রধারী যুবক সায়েন্স ল্যাবরেটরী এলাকায় ঘুরাঘুরি করিতেছিল বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যায়।

পুলিশের গুলীতে ছাত্র নিহত হওয়ার খবর পাওয়ার পর তেজগাঁও কলেজের এক দল ছাত্র